যুগান্তর

2 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

রাজধানীর স্কুলে ভর্তি সমস্যা

রাজধানীর সরকারি স্কুলে অনুষ্ঠিতব্য ভর্তি পরীক্ষায় এক আসনের বিপরীতে ছয়জনকে প্রতিযোগিতায় নামিতে হইবে বলিয়া যেই খবর পাওয়া গিয়াছে, উহা খণ্ডিত চিত্র নহে। শিক্ষার হারে এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় পিছাইয়া থাকা বাংলাদেশে এইরূপ পরীক্ষা আখ্যা পাইয়া থাকে 'ভর্তিযুদ্ধ' বলিয়া। সন্তানকে ভালো স্কুলে ভর্তি করাইবার বিষয়টি অভিভাবকের জন্যও চ্যালেঞ্জের। অবশ্য উপযুক্ত 'ডোনেশন' দিতে পারিলে উহা নাকি জলবৎ তরলং। স্কুলে ভর্তির সুযোগ লাভের অধিকার সকল শিশুর রহিয়াছে। অর্থের নিকট উহা পরাস্ত হইতে পারে না। শিক্ষাজীবনের সূচনালগ্নেই তুমুল প্রতিযোগিতায় ঠেলিয়া দিবার বিষয়টি স্কুল শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যে কীরূপ প্রভাব ফেলে, উহাও ভাবিবার বিষয়। এই পর্যায়ের ভর্তি পরীক্ষায় কোন প্রকার অনিয়মই মানিয়া লওয়া যায় না। এইবার কঠোর গোপনীয়তায় প্রশ্নপত্র তৈরি এবং সর্বোচ্চ স্বচ্ছতার সহিত খাতা মূল্যায়নের যেই অঙ্গীকার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক যুগান্তরের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন, উহাও যথাযথভাবে পালিত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। সন্দেহ নাই, প্রয়োজনের তুলনায় আসন কম হওয়াতেই নানা অনিয়ম ঘটিয়া থাকে। কিন্তু রাজধানীর সরকারি-বেসরকারি স্কুলে শিক্ষার্থীর যেই চাপ, কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আসন বৃদ্ধি করিয়া উহা কমানো যাইবে বলিয়া মনে হয় না। অনেক কিছুর ন্যায় শিক্ষাও রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। স্কুল পর্যায় হইতেই সন্তানকে এইখানে পড়াইবার ঝোঁক রহিয়াছে সারাদেশের অভিভাবকের। কেবল সন্তানের পড়াশোনার জন্য ঢাকায় থাকেন, এইরূপ নজির কম নহে। মফস্বলে অবস্থানরত সরকারি চাকুরেরও এখন প্রথম পছন্দ হইল রাজধানী। উহার জন্য মফস্বলের শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্যদশাও দায়ী। যুগান্তরেরই অপর এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, রাজধানীতে নূতন শিক্ষাবর্ষের বই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন হইলেও জেলা পর্যায়ে উহার দিনক্ষণ এখনও অনিশ্চিত। বাজার হইতে বই ক্রয়ের সামর্থ্যও মফস্বলের অভিভাবকদের কম। পাঠ্যপুস্তক পাইতে পাইতে বৎসরের অর্ধেক চলিয়া যাইবার নজিরও সেইখানে রহিয়াছে। ঢাকায় শিক্ষার্থীর চাপ কমাইতে মফস্বলে শিক্ষার মানোন্নয়নে মনোযোগী হইবার বিকল্প নাই। শিক্ষা ব্যয় স্বল্প আয়ের মানুষের নাগালের মধ্যে রাখিবার কথাও ভাবা জরুরি। সন্তানের শিক্ষায় অভিভাবকদের উৎসাহিত করিতে উপবৃত্তি ও মিড ডে মিলের ন্যায় কর্মসূচিরও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রয়োজন। উহাতে প্রতি বৎসর ভর্তিযুদ্ধ হইতে রেহাই পাইবে রাজধানীর ভিতর ও বাহিরের শিক্ষার্থীরা।